Department of Bengali
Patna University
subject Bengali, CC - 10 Unit-I
Teacher- Dr. Sagar Sarkar
Topic- history of Bengali literature from

বাংলা গদ্যের আদি পর্ব

গদ্য হলো আধুনিক যুগের ফসল। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির আটশো বছর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঘটে।এর পূর্বে পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথনের ভাষা ছিল গদ্য কিন্তু তা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত একমাত্র প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদ ও পরবর্তীকালে নিস্তরঙ্গ নাটকীয় দৈব আশ্রিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ভাব প্রকাশের একমাত্র বাহন ছিল পদ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত ও পাঁচালী ধর্মী।আবেগ বহুল ছন্দের লাবণ্য অর্থাৎ অন্ত মিল যুক্ত করে ভাবছে স্মৃতিপটে জিইয়ে রাখা যেত সহজেই। বাংলাবাংলা পয়ারের শক্তিশালী প্রকাশ ক্ষমতায় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মাধ্যমে।আসলে পয়ারের মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবন চর্চা থেকে শুরু করে দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল বলেই বোধ হয় পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব বিলম্বিত হয।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের কোন নমুনা পাওয়া যায় ১৫৫৫ সালে অহম রাজ স্বর্গ নারায়ণকে লেখা কুচবিহারের মহারাজার পত্র বোধ হয় প্রথম বাংলা গদ্যের নমুনা।বিভিন্ন চিঠিপত্র ছাড়া দলিল-দস্তাবেজ বৈষ্ণবীয় কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধের গদ্য বিবৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সাহিত্যের ভাষা হিসাবে এগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। এমনকি পরবর্তী সাহিত্যিক গদ্য ভাষার ওপর এর কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে।১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ায় পল্লী নির্ভর নিস্তরঙ্গ অস্থিতিশীল জীবনে অর্থনৈতিক ভাগ্নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল নাগরিক জীবনের জটিলতা।ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়িয়ে শিক্ষা বিস্তারের ধর্ম আন্দোলন যুগের সঞ্চিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজেও অচলায়তন ভেঙে যুক্তিবাদিতার আলো জাতির জাগরণ মঞ্চের চিন্তা চেতনা ও জ্ঞানের মঞ্চে নবযুগ ধর্মে দীক্ষিত করা প্রভৃতি তরঙ্গ অভিঘাতে বাংলাদেশ তখন আন্দোলিত।নগর কেন্দ্রিক এই জুটির জীবনযাত্রা দাবি মেটাতে গদ্যের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।কারণ সংস্কৃত আরবি ও ফারসি গদ্যের নমুনা থাকা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্য যুগ উপযোগী হয়ে ওঠে নি।কাজেই ইংরেজ শাসক শক্তি এদেশে আগমন ও তাদের রাজ্যে শাসনে তাগিদেই বাংলা গদ্য রচনা পথ ত্বরান্বিত হয়।প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাংলা সাহিত্যে কেবল নতুন গদ্য মাধ্যমে নয় নতুন নতুন আঙ্গিকে আবির্ভাব ঘটে নাটক কথাসাহিত্য এমনকি
কাব্যজগতে নানা রকম প্রকারভেদ দেখা যায়।

বাংলা গদ্যের কায়া গঠনে পর্তুগিজ পাদ্রীদের কিছু অবদান আছে।বাণিজ্যিক কারণে আগত পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। "রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ব্যাখ্যা ও প্রচার পুস্তিকা আলোচনার জন্য বাংলা গদ্যের সাহায্য প্রয়োজন কারণ যা মূলত বিতর্কমূলক ও বুদ্ধি কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ব্যক্ত করতে হয়।তাই পর্তুগিজ মিশনারি সম্প্রদায় প্রায়

করিয়া বাংলা গদ্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন" ।(ডক্টর সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যে গদ্য) তাই নিজ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে দম আন্তোনিও "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" ও 1743 মনো এল দ অ্যাসাম্পু সাও এর " কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ " লিবসন থেকে প্রকাশিত হয়। হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষী উক্তি মূলক তথ্য পূর্ণ ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ এর মূল কাঠামো ছিল সাধু ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং উক্তি প্রস্তুতিমূলক বলে ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে নাটকীয় পরিস্থিতির ছায়াপাত ঘটেছে। কোথাও কোথাও রোমান ক্যাথলিক উক্তির মধ্যে ব্যাঙ্গের ও ধ্বনিত হয়েছে। এই ব্যাঙ্গের মধ্যে প্রহসনের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তা হিন্দু ধর্ম বিদ্বেষী হওয়ায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় ব্যতীত বৃহত্তর হিন্দু সমাজে তা প্রচার করতে পারেনি। আর কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ভাষার পদবিন্যাস ও বাক্য গঠন বিশুদ্ধরূপে সাধুভাষার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত স্থানে স্থানে আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাব রয়েছে। এই উপভাষা যা পরবর্তীকালে চলতি গদ্যের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। কারণ এগুলি কেবল খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এর জন্য রচিত হয়েছিল।

বাংলা গদ্যের আবির্ভাব কাল- স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট তার মধ্যেই গদ্যভাষা সার্থকতা।সাহিত্যের ভাষা যত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হবে লেখক এর মানসিকতার প্রকাশ্য সেই ভাষায় ততবেশি সার্থকতা লাভ করবে এবং পাঠকের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠবে। পরিমিতিবোধ ও প্রসাদগুনও সাহিত্যের সার্থকতার পথে বিশেষ ভূমিকা নে য়। এছাড়া সরলতা ও সরসতার সঙ্গে সাহিত্য প্রবন্ধ সাহিত্যের সম্পর্ক। এসব কিছু নিয়েই গড়ে ওঠে লেখক ব্যক্তিত্ব।মুখের ভাষার স্বরভঙ্গি ও অন্যায়ের সুদৃঢ় সম্পর্কের মধ্যেই যথার্থ গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে।

ইংরেজ আসার আগে বাংলায় বৌদ্ধিক ভাষার সঙ্গে বাংলা লোকভাষার সমন্বয় না ঘটায় তা ছিল ইতর ভাষা। সেই ইতর ভাষা-সাহিত্য গদ্যের ভাষা হয়ে ওঠে ইংরেজ আমলে গদ্যভাষা সঙ্গে যুক্তিবাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্য ভাষার ব্যবহার মেলেনা। তবে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ নর নারায়ণ মল্লদেব আসামের রাজাকে গদ্য পত্র লেখেন এবং এটি বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। 17 ও 18 শতকে লেখা গদ্য পদ্য পুস্তিকা পাওয়া গেছে।কিন্তু সেসব গদ্য কখনো সাহিত্যের গদ্য হয়ে উঠতে পারেনি এই সাহিত্য গদ্যের সূত্রপাত হয় ন্যাশনাল ব্রাসি হ্যালহেড এ গ্রামার অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এর মধ্য দিয়ে।এছাড়াও জোনাথান ডানকানের "রেগুলেশন ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস ইন দি কোর্টস অফ দেওয়ানী আদালত" এর বাংলা অনুবাদ।এন .বি. এডমিন স্টোন এর "বেঙ্গলি ট্রানসলেশন অফ রেগুলেশন ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস ইন দি ফৌজদারি অর ক্রিমিনাল কোর্ট"। জণ মিলারের " টিউটর" (শিক্ষাগুরু)।বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ওয়ারেন হেস্টিংস এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। হেস্টিংস এর প্রচেষ্টায় উইলকিনস পঞ্চানন কর্মকার কে দিয়ে বাংলা হরফ তৈরি করান এবং সেই হরফে হাল হে ডের বাংলা ব্যাকরণ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকেই বাংলা গদ্যের প্রসার দ্রুতগতিতে হয়।

আধুনিক যুগ হলো যুক্তিবাদের যুগ।আর যুক্তিবাদের অনিবার্য বাহন হল গদ্য সাহিত্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের মুখের ভাষা ছিল গদ্য আর লেখার ভাষা ছিল পদ্য। ওদের ছন্দ শ্রুতি সৌন্দর্য আবেগপ্রবণ বাঙালি জাতির কাছে গদ্য অপেক্ষা ছিল অনেক বেশি আদরণীয়।কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী কাশীরাম দাসের মহাভারত এর ছন্দ সৌন্দর্য সেদিনে বাঙালির মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের ছাপাখানা না থাকায় কবিতার ছন্দ শুনে শুনে মনে রাখার পক্ষে অনেক বেশি সহজসাধ্য ছিল

কিন্তু সময় বদলালো।মানব সভ্যতার প্রথম বসন্তের হাওয়া নবজাগরণের উল্লাস বাঙালির হৃদয়ে এসে লাগলো। শুরু হল আধুনিক যুগের। মধ্যযুগের কুয়াশার গ্রুপে বন্দি গতানুগতিক জীবন নতুন ভাবে

ব্যাখ্যা হলো। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হলো। আবেগ নয় যুক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করল।মিশনারীরা মুদ্রণ যন্ত্র কে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কাজে লাগালো। এসব কাজ সেদিন আর গদ্যে করা সম্ভব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যশাসনের অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ক্রমশ গদ্য। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা গ্রন্থের শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "এই গদ্যের উদ্ভব হয়েছে ঠিক অন্তরের প্রেরণায় বাহিরের প্রভাবে।বাঙালির মন ঠিক হইলে গদ্যানুকুল না হইলেও বাহিরের প্রয়োজন সাধনের জন্য তাকে গদ্যচর্চা ভর্তি হইতে হইয়াছে"।